যায়যায়দিন

তারিখ 19 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

এক নজরে তৃতীয় সমাবর্তন

সভাপতি	: প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ চান্সেলর, খুবি ও প্রেসিডেন্ট
বিশেষ অতিথি	: প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান চেয়ারম্যান, ইউনিভার্সিটি মঞ্জুরি কমিশন
সমাবর্তন বক্তা	: প্রফেসর ড. এসএমএ ফায়েজ ভিসি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি
স্বাগত বক্তা	: প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভিসি, খুলনা ইউনিভার্সিটি
সমাপনী বক্তা	: প্রফেসর শেখ আবদুল হাসিব ট্রেজারার, খুলনা ইউনিভার্সিটি

সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী: ১৪৫৩ জন
স্বর্ণপদক পাবে : ১৯ জন

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় : শিক্ষা গবেষণায় দেড় দশক

গাজী আলাউদ্দিন আহমদ

প্রযুক্তি নির্ভর ও প্রয়োগমুখী এবং সন্ত্রাস, সেশনজট ও রাজনীতিমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে খুলনা ইউনিভার্সিটি পূর্ণ করেছে শিক্ষা কার্যক্রমের দেড় দশক। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও অন্যতম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আজ এটা স্বীকৃত।

প্রতিষ্ঠাকালের দিক থেকে বাংলাদেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে এর অবস্থান নবম। খুলনা ইউনিভার্সিটি এক সাধারণ ইউনিভার্সিটি। তবে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এবং ভবিষ্যতের চাহিদার নিরিখে এখানে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এবং বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মত বিষয়ে দেশে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কোর্স খুলনা ইউনিভার্সিটিতে প্রথম চালু করা হয়। এছাড়া স্থাপত্য ও ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কোর্স ঢাকার বাইরে খুলনা ইউনিভার্সিটিতে প্রথম চালু হয়। তাছাড়া দেশে সন্ত্রাস ও রাজনীতিমুক্ত ইউনিভার্সিটি বলতে খুলনা ইউনিভার্সিটিকেই বুঝায়। ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাত্র ৪টি ডিসিপ্লিনে ৮০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে খুলনা ইউনিভার্সিটির একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। যার ধারাবাহিকতায় শিক্ষা কার্যক্রমে ইতিমধ্যে দেড় দশক পূর্ণ করেছে খুলনা ইউনিভার্সিটি। দেশের তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার বিকাশে স্থানীয় সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন জনসম্পদ সৃষ্টি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় উচ্চ শিক্ষা দান ও গবেষণার মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধির সোপানে এগিয়ে নেয়া এবং সম্ভাবনার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে খুলনা ইউনিভার্সিটিতে সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষা ও গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে। ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে ইতিমধ্যে ২৫ বছরের একাডেমিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

খুলনা ইউনিভার্সিটির শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকাণ্ডের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভাইস চ্যান্সেলর বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও উন্নত বিশ্বের বেশ কয়েকটি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। তারই আমন্ত্রণে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, বিজ্ঞানী ও

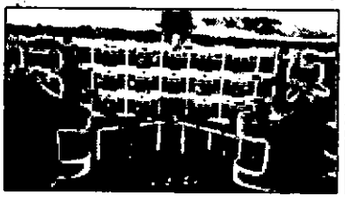
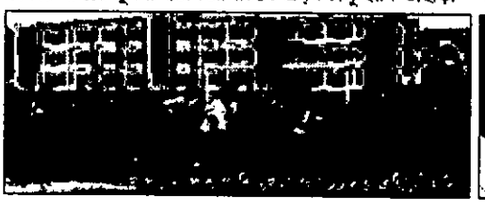

গবেষকগণ খুলনা ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন করেছেন। এসব দেশের মধ্যে ইনডিয়া, যুক্তরাজ্য, ইরান, নরওয়ে ও থাইল্যান্ড অন্যতম। এসব দেশের সঙ্গে খুলনা ইউনিভার্সিটির যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গবেষণার সুযোগ বাড়াতে ইতিমধ্যে সেন্ট্রাল ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য ২০ কোটি টাকার দুটি প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া এলামনাই এসোসিয়েশন ও ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের প্রক্রিয়া চলছে।

একটি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যে অবকাঠামো প্রয়োজন তা এখানে গড়ে ওঠেনি শুধুমাত্র আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে। তারপরও খুলনা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে রয়েছে দুটি সুবৃহৎ একাডেমিক ভবন, দুটি প্রশাসনিক ভবন, তিনটি আবাসিক হল, মেডিকাল সেন্টার, অগ্রণী ব্যাংক শাখা, ডাকঘর, মসজিদ, ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবন, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নবনির্মিত বাসভবন। ইতিমধ্যে শালী ইসলাম গ্রন্থাগার ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। খুবিতে আছে ইন্টারনেট সুবিধা। ক্যাম্পাসের বাইরে শহরে অবস্থানরত ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য রয়েছে বিআরটিসির ২টি স্থিতল বাসসহ ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ১০টি পরিবহন। ছাত্রছাত্রীদের মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও মানবিক গুণাবলীর সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের প্রায় এক ডজন ক্লাব বা সোসাইটি রয়েছে। এসব সংগঠনের মাধ্যমে তারা নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন ও চিত্ত বিনোদনের সুযোগ লাভ করে। এর মধ্যে বিএনসিসি, যুব রেড ক্রসেন্ট, প্রেস ক্লাব, ডিবেটিং সোসাইটি, নাট্য সংগঠন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খুলনা ইউনিভার্সিটির পাঠ্যসূচি ও পাঠদানের মাধ্যম ইংরেজি। পাঠ্যক্রমে কম্পিউটার ও গণিত সম্পর্কিত কিছু বিষয় বাধ্যতামূলক। আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা ধারার সঙ্গে সংগতি রেখেই এই ইউনিভার্সিটির পাঠ্যক্রমে কোর্স ক্রেডিট সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক অপটিকাল ফাইবার সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা তথ্য প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল ডিসিপ্লিনে চালু হয়েছে পিজিডি-ইন-আইটি ল্যাব। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকগণ পাঠদানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ অন্যান্য আধুনিক মাধ্যম ব্যবহার করেন। শিক্ষকগণ মেধাবী, তরুণ এবং অনেকেই দেশে-বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত। বাস্তব জ্ঞান আহরণের জন্য শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর সার্ক দেশসমূহে শিক্ষা সফরের সুযোগ পান। খুলনা ইউনিভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক চমৎকার। ক্যাম্পাসে রাজনীতির অনুপস্থিতি এবং কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রয়াস এই সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। কোনো প্রকার অপরাজনীতির ছোঁয়া হাজার স্বপ্নের সলিল সমাধি করতে না পারে সেজন্য ইউনিভার্সিটি পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য সদা সচেষ্ট। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় খুলনা ইউনিভার্সিটি একদিন হয়ে উঠবে দেশের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স।

লেখক : সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা
খুলনা ইউনিভার্সিটি

ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের প্রাণচঞ্চল আড্ডা